যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বেসরকারি স্কুলে ফি নৈরাজ্য

শতভাগ বেতন ফি বৃদ্ধি নির্দেশনা উপেক্ষিত

মুসতাক আহমদ

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালাসহ উচ্চ আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোচ্চ শতভাগ এবং সর্বনিম্ন ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেতনসহ নানা ধরনের ফি আদায় করছে, যা সরকারি নীতিমালা ও উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পরিপন্থী। বছরের শুরুতে উচ্চহারে বিভিন্ন ধরনের ফিসহ বেতন পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরেজমিন গিয়ে অভিভাবকদের এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে নানা ধরনের অভিযোগও পাওয়া গেছে। তারা বলেন, বেতন-ফি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্কুলগুলো ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছে। কেউ সরকার নির্ধারিত সিলিংয়ের মধ্য থেকে ভর্তি ফি কম বাড়িয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়িয়েছে অস্বাভাবিক হারে। আবার কিছু স্কুল শিক্ষার্থীর প্রতি মাসের বেতন না বাড়িয়ে এককালীন ফি বৃদ্ধি করেছে। এবার এসবের সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে বাধ্যতামূলক কোচিং ফি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তদন্তেও প্রায় একই ধরনের বিষয় উঠে এসেছে।

- স্কুলগুলো সর্বনিম্ন বাড়িয়েছে ৪০ ভাগ
- বর্ধিত ফির জাঁতাকলে অভিভাবকরা
- মাউশির তদন্তে প্রমাণিত

স্কুলগুলোর ফি নৈরাজ্যের লাগাম টানতে বছরের শুরুতেই হস্তক্ষেপ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ১৭ জানুয়ারি এ বিষয়ে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। এতে বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে এই মন্ত্রণালয়। নির্দেশনা জারির পর কিছু স্কুল বাড়তি ফি নেয়া স্থগিত করেছে। তবে অনেক স্কুল এখন পর্যন্ত বর্ধিত বেতন ফি নেয়া অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, ফি ও বেতন বাড়ানোর কারণ হিসেবে স্কুলগুলো নতুন পে-স্কেলকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন পে-স্কেলের হিসাবে শিক্ষকদের বেতনভাতা বাড়াতে হবে। এই বাড়তি ব্যয়ের সংস্থান করতে শিক্ষার্থীর বেতন-ফি বাড়ানো হয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের বেতন ও ফির হার পুনঃনির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে। ১৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. স্যোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি সর্বোচ্চ ১০ থেকে ২০ ভাগ বাড়ানোর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী দেশে ফেরার পর এ সংক্রান্ত আদেশ জারি হবে। মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের আজ দেশে ফেরার কথা।

মঙ্গলবার ঢাকার উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে সরেজমিন গিয়ে ফারজানা হাসান নামে এক অভিভাবকের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, গত বছর প্রথম শ্রেণীতে বেতন ছিল ১০০০ টাকা। এবার তা করা হয়েছে ২০০০ টাকা। অন্যান্য শ্রেণীতে ছিল ৮০০ টাকা। তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২০০ টাকা। এভাবে পরীক্ষার ফি ৫০০ টাকার স্থলে ১০০০, আইসিটি বাবদ মাসিক ফি ১০০ টাকার স্থলে ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। নুসরাত জাহান নামে আরেক অভিভাবক বলেন, গত বছর নোটিশে ১০ শতাংশ চার্জ বাড়ানোর কথা ছিল। আমরা এটা মেনে নিতাম। কিন্তু এখন শতভাগ পর্যন্ত বেড়েছে। স্কুলের সামনে প্লাস্টিকের টিনশেডের নিচে অপেক্ষমাণ অন্য মা অভিভাবকরা বলেন, সরকারের নির্দেশ এই স্কুল কখনোই মানে না। এ কারণে প্রতিকার পেতে তারা স্কুলের সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তারা অভিভাবকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। বর্ধিত বেতন-ফি আদায়ের বিষয়ে এ স্কুল কর্তৃপক্ষের কেউ মুখ খুলতে চাননি।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল ও কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গত বছর বেতন ছিল ৯৫০ টাকা, এবার তা হয়েছে ১ হাজার ৮০০ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ মঙ্গলবার টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, **বৃদ্ধি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১**

বৃদ্ধি : শতভাগ বেতন ফি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাস্তব কারণেই ফি বাড়ানো হয়েছে। সরকারি প্রবিধানমালায় এ বিষয়ে গভর্নিং বডিকে ক্ষমতা দেয়া আছে। এখানে বর্ধিত ফি ফেরত দেয়া হবে কিনা অথবা বেশি ফি নেয়া স্থগিত থাকবে কিনা তা নির্ধারণে শিগগিরই গভর্নিং বডির বৈঠক ডাকা হবে।

বুয়েট স্কুল ও কলেজে মঙ্গলবার ছিল বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। বুয়েট মাঠে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে কথা হয় একজন অভিভাবকের সঙ্গে। তিনি বলেন, তার মেয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ে। এখানে ৫০ শতাংশ বেতন বাড়ানো হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি বাড়ানো হয় কেজি স্তরে, শতভাগ। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পর বর্ধিত বেতন ফি আদায় স্থগিত আছে বলে জানালেন এই অভিভাবক।

ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, জুনিয়র ল্যাবরেটরি স্কুলসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেও ফি ও বেতন বাড়ানো হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক নাম প্রকাশ না করে বলেন, এ স্কুল কেবল বাড়তি বেতনই নেয়নি, বাধ্যতামূলক কোচিং ফিও আরোপ করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফি-নৈরাজ্য তদন্ত করতে মাউশি উপপরিচালক একেএম মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। মাউশি গঠিত কমিটির সদস্যরা রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল সরেজমিন গেছেন। মোস্তফা কামাল বলেন, বেতন-ফি বৃদ্ধিতে সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থায় আছে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজ। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ৪৩ ভাগ বাড়িয়েছে। আইডিয়াল স্কুল ১০০ টাকা বেতন বাড়ালেও তারা তা স্থগিত করেছে। তিনি আরও বলেন, মোহাম্মদপুরের প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজ, মিরপুরে শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল, ভিকারুননিসা নূন স্কুলসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে আমাদের কর্মকর্তারা গিয়ে ফি বৃদ্ধির প্রমাণ পেয়েছেন। তবে তথ্য প্রদানে স্কুলগুলো সহায়তা করেনি বলে জানান তিনি। তদন্ত রিপোর্ট আজ-কালের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে বলে জানান তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালায় বলা আছে, ঢাকাসহ দেশের সব মেট্রোপলিটন এলাকায় আধা-এমপিওভুক্ত নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ, উন্নয়ন ফিসহ সব মিলিয়ে বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেয়া যাবে। আর সম্পূর্ণ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নেয়া যাবে। কিন্তু সরকারের এই নীতিমালা মানছে না কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারিভাবেই নতুন করে ফি বাড়ানোর যুক্তি আছে কিনা— এমন এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্মসচিব যুগান্তরকে বলেন, ঢাকা শহরের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান আধা-এমপিওভুক্ত। সেখানে সব শিক্ষককে সরকার এমপিও দেয় না। এমপিওবিহীন শিক্ষকদের বাড়তি ব্যয় মেটাতে স্কুলগুলো ফি-বেতন বাড়িয়েছে। কিন্তু তা কিছুতেই শতভাগ হতে পারে না। এই পদক্ষেপ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্যই সামান্য হারে ফি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

স্কুলগুলোর ভর্তি ও ফি বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ২০১৩ হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছিল। গণসাক্ষরতা অভিযান ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এই রিট দায়ের করে। গত ৬ ডিসেম্বর এর রায় প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায়, বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমেদ রায়ে এই মত দেন যে, সরকার যে ভর্তি নীতিমালা গ্রহণ করেছে, তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই মেনে চলবে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি বা তার অধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভর্তি-ফিবিষয়ক নীতিমালা মেনে চলার বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করবে। রায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, নীতিমালা না মানলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

ফি নৈরাজ্যের বিষয়ে জানতে চাইলে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'জাতীয় বেতন স্কেলের কথা বলে যেভাবে ফি-বেতন বাড়ানো হয়েছে, তা নিতান্তই খোঁড়া যুক্তি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিয়ে আদেশ জারি করেছে। আমরা এর শেষ দেখতে চাই। নইলে প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যেতে হবে। কেননা মাননীয় বিচারক মহোদয়দের রায়ে সেই সুযোগ রেখেছেন।

এ বিষয়ে অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, স্কুলগুলোর ফি-বেতন নিয়ে এ বছর পত্রিকায় বেশি লেখালেখি হওয়ায় তা সবার নজরে এসেছে। এক সময় কোচিং নিয়ে পত্রিকা বেশি লিখেছে। এখন লিখে না। তার মানে এই নয় যে, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। তাই আমরা চাইব, সরকারি স্কুলের মতো বেসরকারি স্কুলের জন্যও সরকার একটি বেতন ও ফি নীতিমালা করে দেবে। যাতে স্কুলগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো বেতন ফি আদায় করতে না পারে।